হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫

(১৯৫৫-র ২৫ নং আইন)

[১লা মার্চ, ১৯৮৯ তারিখে যথাবিদ্যমান]

হিন্দুগণের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কিত বিধি সংশোধিত ও সংহিতাবদ্ধ করিবার জন্য আইন।

[১৮ই মে, ১৯৫৫]

ভারত সাধারণতন্ত্রের ষষ্ঠ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

উপক্রমণিকা

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

১। (১) এই আইন হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে, এবং যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে এই আইন প্রসারিত হইবে সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহে স্থায়ী অধিবাসী যে হিন্দুগণ উক্ত রাজ্যক্ষেত্রসমূহের বাহিরে রহিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও ইহা প্রযুক্ত হইবে।

আইনের প্রয়োগ।

২। (১) এই আইন প্রযুক্ত হইবে—

(ক) কোন বীরশৈব, কোন লিংগায়ত, অথবা ব্রাহ্ম, প্রার্থনা বা আর্য সমাজের কোন অনুগামী সমেত, এরূপ যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যিনি হিন্দু ধর্মের যেকোন রূপ বা বিকাশ অনুযায়ী ধর্মে হিন্দু,

(খ) এরূপ যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যিনি ধর্মে বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ, এবং

(গ) এই আইন যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে প্রসারিত সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহে স্থায়ী অধিবাসী এরূপ অন্য যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যিনি ধর্মে মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী বা ইহুদী নহেন, যদিনা ইহা প্রমাণিত হয় যে এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে ঐরূপ কোনও ব্যক্তি এই আইনে ব্যবস্থিত বিষয়সমূহের যেকোনটি সম্পর্কে হিন্দু বিধি দ্বারা বা ঐ বিধির অংশরূপ কোনও রীতি বা প্রথা দ্বারা শাসিত হইতেন না।

ব্যাখ্যা।—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ধর্মে হিন্দু অথবা, স্থলবিশেষে, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ :—

(ক) যেকোন সন্তান, বৈধ বা অবৈধ, যাঁহার পিতামাতা উভয়েই ধর্মে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ;

(খ) যেকোন সন্তান, বৈধ বা অবৈধ, যাঁহার পিতামাতার একজন ধর্মে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ, এবং যিনি ঐ পিতা বা মাতা যে জনজাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আছেন বা ছিলেন, তাহার একজন সদস্যরূপে লালিত ; এবং

(গ) যেকোন ব্যক্তি, যিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ধর্মে ধর্মান্তরিত বা পুনর্ধর্মান্তরিত।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছু সংবিধানের ৩৬৬ অনুচ্ছেদের (২৫) প্রকরণের অর্থের অন্তর্গত কোনও তফসিলী জনজাতি সদস্যগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না যদিনা কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অন্যথা নির্দেশ করেন।

(৩) এই আইনের যে কোন অংশে "হিন্দু" শব্দের এরূপ অর্থ করিতে হইবে যেন ইহা এরূপ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যে, যদিও ঐ ব্যক্তি ধর্মে হিন্দু নহেন, তথাপি এই ধারার বিধানসমূহের বলে এই আইন তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হয়।

৩। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,— সংজ্ঞার্থ।

(ক) "রীতি" ও "প্রথা" শব্দগুলি এরূপ যেকোন নিয়ম বুঝাইবে যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে ও একইরূপে পালিত হওয়ায় কোনও স্থানীয় অঞ্চলে, বা কোন জনজাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা পরিবারে, হিন্দুগণের মধ্যে বিধির বলবত্তা লাভ করিয়াছে :

তবে, নিয়মটি নিশ্চিত হইবে এবং অযৌক্তিক বা জননীতির বিরোধী হইবে না : এবং

উপরন্তু, একটি মাত্র পরিবারের প্রতি প্রযোজ্য কোন নিয়মের ক্ষেত্রে ঐ পরিবার যেন উহা বন্ধ না করিয়া থাকে ;

(খ) "জিলা আদালত" বলিতে, যে অঞ্চলের জন্য নগর দেওয়ানী আদালত আছে সেই অঞ্চলে ঐ আদালত এবং অন্য যেকোন অঞ্চলে আদিম ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালত বুঝাইবে এবং উহা অন্য কোন দেওয়ানী আদালত অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহা এই আইনে ব্যবস্থাপিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন বলিয়া রাজ্য সরকার কর্তৃক, সরকারী

গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিনির্দিষ্ট হইতে পারে ;

(গ) "পূর্ণরক্ত" ও "বৈমাত্রেয়"—দুইজন ব্যক্তিকে পরস্পরের সহিত পূর্ণরক্তের সম্বন্ধযুক্ত তখন বলা হয় যখন তাঁহারা অভিন্ন পূর্বজ হইতে একই স্ত্রী দ্বারা অবজনিত এবং বৈমাত্রেয় সম্বন্ধযুক্ত তখন বলা হয় যখন তাঁহারা অভিন্ন পূর্বজ হইতে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর দ্বারা অবজনতি ;

(ঘ) "বৈপিত্রেয়"—দুইজন ব্যক্তিকে পরস্পরের সহিত বৈপিত্রেয় সম্বন্ধযুক্ত তখন বলা হয় যখন তাঁহারা অভিন্ন পূর্বজা হইতে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্বামীর দ্বারা অবজনিত ;

ব্যাখ্যা।—(গ) ও (ঘ) প্রকরণে "পূর্বজ" পিতাকে এবং "পূর্বজা" মাতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(ঙ) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝাইবে ;

(চ) (i) কোন ব্যক্তি সম্পর্কে "সপিণ্ড সম্বন্ধ" মাতার মাধ্যমে উর্ধ্বতন পরম্পরায় তৃতীয় পুরুষ (তৎসমেত) পর্যন্ত, এবং পিতার মাধ্যমে উর্ধ্বতন পরম্পরায় পঞ্চম পুরুষ (তৎসমেত) পর্যন্ত, প্রতি ক্ষেত্রে ঐ পরম্পরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যাঁহাকে প্রথম পুরুষ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে তাঁহার নিকট হইতে উর্ধ্বদিকে অভিসরণ করিয়া, প্রসারিত হইবে ;

(ii) দুই ব্যক্তিকে পরস্পরের "সপিণ্ড" বলা হয় যদি একজন সপিণ্ড সম্বন্ধের সীমার মধ্যে অপরজনের পরম্পরীণ পূর্বপুরুষ হন অথবা তাঁহাদের যদি কোন অভিন্ন পরম্পরীণ পূর্বপুরুষ থাকেন যিনি উঁহাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে সপিণ্ড সম্বন্ধের সীমার মধ্যে হন ;

(ছ) "প্রতিষিদ্ধ সম্বন্ধের পর্যায়"—দুই ব্যক্তিকে "প্রতিষিদ্ধ সম্বন্ধের পর্যায়ের" মধ্যে অবস্থিত বলা হয়—

(i) যদি একজন অপরজনের পরম্পরীণ পূর্বপুরুষ হন ; অথবা

(ii) যদি একজন অপরজনের পরম্পরীণ পূর্বপুরুষ বা উত্তরপুরুষের স্ত্রী বা স্বামী হইতেন ; অথবা

(iii) যদি একজন অপরজনের ভ্রাতার অথবা পিতা বা মাতার ভ্রাতার অথবা পিতামহ বা পিতামহীর ভ্রাতার স্ত্রী হইতেন ; অথবা

(iv) যদি উঁহারা দুইজন ভ্রাতা ও ভগ্নী, খুল্লতাত বা মাতুল ও ভ্রাতুষ্পুত্রী বা ভাগিনেয়ী, পিতৃষসা বা মাতৃষসা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয় হন, অথবা ভ্রাতা ও ভগ্নীর বা দুই ভ্রাতার বা দুই ভগ্নীর সন্তান হন ;

ব্যাখ্যা।—(চ) ও (ছ) প্রকরণের প্রয়োজনার্থে সম্বন্ধ অন্তর্ভুক্ত করিবে—

(i) বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় সম্বন্ধ এবং পূর্ণরক্তের সম্বন্ধ ;

(ii) অবৈধ এবং বৈধ রক্ত সম্বন্ধ ;

(iii) দত্তকজনিত সম্বন্ধ এবং রক্তের সম্বন্ধ ; এবং ঐ প্রকরণসমূহে সম্বন্ধবাচক সকল পদের তদনুযায়ী অর্থ করিতে হইবে।

৪। এই আইনে স্পষ্টভাবে অন্যথা যেরূপ বিধান করা হইয়াছে সেরূপ ভিন্ন,— আইনের অভিভাবী কার্যকারিতা।

(ক) যে যে বিষয়ের জন্য এই আইনে বিধান করা হইয়াছে সেরূপ কোন বিষয়ের জন্য এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ হিন্দু বিধির কোন পাঠ, নিয়ম বা ব্যাখ্যান, অথবা ঐ বিধির অংশরূপ কোনও রীতি বা প্রথা, আর কার্যকর থাকিবে না ;

(খ) এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ অন্য যেকোন বিধি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহের কোনটির সহিত যতদূর পর্যন্ত অসমঞ্জস ততদূর পর্যন্ত আর কার্যকর থাকিবে না।

হিন্দু বিবাহ

৫। যেকোন দুইজন হিন্দুর মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে, যদি নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরিত হয়, যথা :— হিন্দু বিবাহের জন্য শর্ত।

(i) বিবাহের সময়ে উভয় পক্ষের কাহারও স্বামী বা স্ত্রী জীবিত না থাকেন ;

[1][(ii) বিবাহের সময়ে, উভয় পক্ষের যে কেহ—

(ক) মানসিক অসুস্থতা হেতু বৈধ সম্মতি প্রদানে অসমর্থ না হন ; অথবা

(খ) যদিও বৈধ সম্মতি প্রদানে সমর্থ হন, কিন্তু এরূপ মানসিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন যাহার প্রকার অথবা

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

প্রসার তাঁহাকে বিবাহের পক্ষে এবং সন্তান প্রজননে অনুপযুক্ত করিয়াছে ; অথবা

(গ) উন্মত্ততা বা মৃগীরোগে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত না হইয়া থাকেন ;]

(iii) বিবাহের সময়ে পাত্রের [১][একুশ বৎসর] বয়স ও পাত্রীর [১] [আঠার বৎসর] বয়স পূর্ণ হইয়া থাকে ;

(iv) পক্ষদ্বয় প্রতিষিদ্ধ সম্বন্ধের পর্যায়ের মধ্যে না হন, যদি না উঁহাদের প্রত্যেককে যে রীতি বা প্রথা দ্বারা শাসিত তাহা উঁহাদের মধ্যে বিবাহ মঞ্জুর করে ;

(v) পক্ষদ্বয় পরস্পরের সপিণ্ড না হন, যদিনা উঁহাদের প্রত্যেকে যে রীতি বা প্রথা দ্বারা শাসিত তাহা উঁহাদের মধ্যে বিবাহ মঞ্জুর করে।

[২][(vi) * * * *]

[২][৬। * * * *]

হিন্দু বিবাহের জন্য ক্রিয়াকর্ম।

৭। (১) কোন হিন্দু বিবাহ উহার পক্ষদ্বয়ের যেকোন পক্ষের রীতিগত আচার ও ক্রিয়াকর্ম অনুসারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

(২) যেক্ষেত্রে ঐরূপ আচার ও ক্রিয়াকর্মে সপ্তপদী (অর্থাৎ, পূতাগ্নির সমক্ষে বর ও কন্যার একত্রে সপ্তপদ গমন) অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেক্ষেত্রে সপ্তম পদক্ষেপ করা হইলে বিবাহ সম্পূর্ণ ও আবদ্ধকর হইবে।

হিন্দু বিবাহের রেজিস্ট্রীকরণ।

৮। (১) হিন্দু বিবাহের প্রমাণ সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থা করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন যে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে এবং সেরূপ শর্তাধীনে এরূপ যেকোন বিবাহের পক্ষদ্বয় তাঁহাদের বিবাহ-সম্পর্কিত বিবরণ-সমূহ এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত হিন্দু বিবাহ রেজিস্টারে প্রবিষ্ট করাইয়া লইতে পারেন।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যদি রাজ্য সরকারের অভিমত হয় যে এরূপ করা প্রয়োজনীয় বা সঙ্গত, তাহা হইলে, রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থা করিতে পারেন যে (১) উপধারায় উল্লিখিত বিবরণসমূহ প্রবিষ্ট করানো ঐ রাজ্যে বা উহার কোন অংশে, সকল ক্ষেত্রে কিংবা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ

১। বাল্য বিবাহ রোধ (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮ (১৯৭৮-এর ২), ৬ ধারা ও তফসিল দ্বারা, যথাক্রমে "আঠার বৎসর" ও "পনের বৎসর"-এর স্থলে (২।১০।১৯৭৮ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

২। ঐ, ৬ ধারা ও তফসিল দ্বারা, ৫ ধারার (vi) প্রকরণ ও ৬ ধারা (২।১০।১৯৭৮ হইতে) বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষেত্রসমূহে, বাধ্যতামূলক হইবে, এবং যেস্থলে এরূপ কোনও নির্দেশ প্রচার করা হইয়াছে সেস্থলে এতৎপক্ষে প্রণীত কোনও নিয়ম উল্লঙ্ঘনকারী কোন ব্যক্তি পঁচিশ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত করা যাইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত সকল নিয়ম, প্রণীত হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

(৪) হিন্দু বিবাহ রেজিস্টার সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে পরিদর্শনের জন্য অধিগম্য হইবে এবং তাহা তদন্তর্গত বিবৃতি সমূহের সাক্ষ্যরূপে গ্রহণীয় হইবে এবং আবেদন করা হইলে, উহা হইতে শংসিত উদ্ধৃতিসমূহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক, তাঁহার নিকট বিহিত ফী দেওয়া হইলে, প্রদত্ত হইবে।

(৫) এই ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও ঐরূপ প্রবিষ্টি না করা হইলেও কোন হিন্দু বিবাহের সিদ্ধতা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপন ও বিচারিক পৃথক্করণ

দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপন।

[১] ৯। যেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর কেহ, যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত ব্যতীত, অপরের সংসর্গ হইতে নিজেকে প্রত্যাহৃত করিয়াছেন সেক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ পক্ষ দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপনের জন্য জিলা আদালতের নিকট দরখাস্ত দ্বারা আবেদন করিতে পারেন এবং ঐরূপ দরখাস্তে প্রদত্ত বিবৃতিসমূহের সত্যতা সম্পর্কে, এবং আবেদনটি মঞ্জুর না হইবার যে কোনও বৈধ হেতু নাই তৎসম্পর্কে, আদালতের প্রতীতি হইলে, আদালত তদনুযায়ী দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপন করিবার ডিক্রী প্রদান করিতে পারেন।

[২] [**ব্যাখ্যা**।—যেক্ষেত্রে সংসর্গ প্রত্যাহারের কোন যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত আছে কিনা এরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সংসর্গ প্রত্যাহার করিয়াছেন তাঁহার উপর যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত প্রমাণ করিবার ভার বর্তাইবে।]

[৩] [* * * *]

বিচারিক পৃথক্করণ।

[৪] [১০। (১) কোন বিবাহ এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক, ঐ বিবাহের পক্ষদ্বয়ের

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ৩(ক) ধারা দ্বারা "(১)"—এই বন্ধনী ও সংখ্যা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২। ঐ, ৩(ক) ধারা দ্বারা সংযোজিত।

৩। ঐ, ৩(খ) ধারা দ্বারা (২) উপধারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৪। ঐ, ৪ ধারা দ্বারা ১০ ধারার (১) উপধারা ও তন্নিম্নে ব্যাখ্যার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

যেকোন পক্ষ, ১৩ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট, এবং, অধিকন্তু, স্ত্রীর ক্ষেত্রে উহার (২) উপধারায় বিনির্দিষ্ট, ও যে সকল হেতুতে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত দাখিল করা যাইতে পারিত সেরূপ, যেকোন হেতুতে বিচারিক পৃথক্‌করণের ডিক্রী প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন।]

(২) যেস্থলে বিচারিক পৃথক্‌করণের ডিক্রী প্রদত্ত হইয়াছে সেস্থলে দরখাস্তকারীর পক্ষে প্রতিবাদীর সহিত সহবাস করা বাধ্যতামূলক হইবে না, কিন্তু আদালত, উভয় পক্ষের কেহ দরখাস্ত দ্বারা আবেদন করিলে এবং ঐরূপ দরখাস্তে প্রদত্ত বিবৃতিসমূহের সত্যতা সম্পর্কে আদালতের প্রতীতি হইলে, ঐ ডিক্রী রহিত করিতে পারেন, যদি আদালত ঐরূপ করা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন।

বিবাহের অকার্যকারিতা ও বিবাহ-বিচ্ছেদ

বাতিল বিবাহ।

১১। এই আইনের প্রারম্ভের পর অনুষ্ঠিত যেকোন বিবাহ, যদি তাহা ৫ ধারার (i), (iv) ও (v) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট শর্ত-সমূহের একটিও উল্লংঘন করে, তাহা হইলে, অকার্যকর ও বাতিল হইবে এবং ঐ বিবাহের পক্ষদ্বয়ের যেকোন পক্ষের দ্বারা [১] [অপর পক্ষের বিরুদ্ধে] দাখিলী দরখাস্তের ভিত্তিতে অকার্যকারিতার ডিক্রী দ্বারা ঐরূপ ঘোষিত হইতে পারিবে।

বাতিলযোগ্য বিবাহ।

১২। (১) কোন বিবাহ, তাহা এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক, নিম্নলিখিত হেতু-সমূহের যেকোন হেতুতে বাতিলযোগ্য হইবে এবং অকার্যকারিতার ডিক্রী দ্বারা রদ করা যাইবে, যথা :—

[২][(ক) প্রতিবাদীর যৌনসঙ্গমে অক্ষমতা হেতু বিবাহটি সহবাস-সংসিদ্ধ হয় নাই ; অথবা]

(খ) ৫ ধারার (ii) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট শর্তের উল্লংঘনে বিবাহ হইয়াছে ; অথবা

(গ) দরখাস্তকারীর সম্মতি অথবা, যেস্থলে ৫ ধারা অনুযায়ী দরখাস্তকারীর বিবাহে অভিভাবকের সম্মতি [৩][বাল্য বিবাহ রোধ (সংশোধন) আইন,

---

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ৫ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

২। ঐ, ৬(ক) (i) ধারা দ্বারা, (ক) প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। বাল্য বিবাহ রোধ (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮ (১৯৭৮-এর ২), ৬ ধারা ও তফসিল দ্বারা "৫ ধারা অনুযায়ী আবশ্যক"—এই শব্দ-সমূহের স্থলে (২.১০.১৯৭৮ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

১৯৭৮-এর প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ৫ ধারা যেরূপে বলবৎ ছিল সেরূপ ৫ ধারা অনুযায়ী আবশ্যক হইত] সেস্থলে, ঐরূপ অভিভাবকের সম্মতি বলের দ্বারা [১] [অথবা ক্রিয়াকর্মের পদ্ধতি সম্পর্কে বা প্রতিবাদীর সম্বন্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বিষয় সম্পর্কে প্রতারণার দ্বারা] লব্ধ হইয়াছিল ; অথবা

(ঘ) প্রতিবাদী বিবাহের সময়ে দরখাস্তকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী ছিলেন।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন বিবাহ রদ করিবার দরখাস্ত—

(ক) (১) উপধারার (গ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট হেতুতে গ্রহণ করা যাইবে না যদি—

(i) ঐ বল আর সক্রিয় না থাকিবার বা, স্থলবিশেষে, ঐ প্রতারণা উদ্‌ঘাটিত হইবার এক বৎসরের অধিক কাল পরে ঐ দরখাস্ত দাখিল করা হইয়া থাকে ; অথবা

(ii) ঐ বল আর সক্রিয় না থাকিবার বা, স্থলবিশেষে, ঐ প্রতারণা উদ্‌ঘাটিত হইবার পরে দরখাস্তকারী তাঁহার পূর্ণসম্মতি সহ ঐ বিবাহের অপর পক্ষের সহিত স্বামী বা স্ত্রীরূপে বাস করিয়া থাকেন ;

(খ) (১) উপধারার (ঘ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট হেতুতে গ্রহণ করা যাইবে না যদিনা আদালতের প্রতীতি হয় যে—

(i) দরখাস্তকারী বিবাহের সময়ে অভিকথিত তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন ;

(ii) এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে অনুষ্ঠিত কোন বিবাহের ক্ষেত্রে, ঐ প্রারম্ভের এক বৎসরের মধ্যে এবং, ঐ প্রারম্ভের পরে অনুষ্ঠিত বিবাহের ক্ষেত্রে, বিবাহের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কার্যবাহ রুজু করা হইয়াছে ; এবং

(iii) [২] [উক্ত হেতুর] অস্তিত্ব দরখাস্তকারী কর্তৃক

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ৬(ক) (ii) ধারা দ্বারা, "অথবা প্রতারণার দ্বারা"—এই শব্দসমূহের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ঐ, ৬(খ) ধারা দ্বারা, "ডিক্রীর জন্য হেতুসমূহের"—এই শব্দসমূহের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

উদ্ঘাটিত হইবার সময় হইতে দরখাস্তকারীর সম্মতি সহ দাম্পত্য সঙ্গম ঘটে নাই।

বিবাহবিচ্ছেদ। ১৩। (১) কোন বিবাহ, তাহা এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক, স্বামী বা স্ত্রী যেকোন একজন কর্তৃক দাখিলী দরখাস্তের ভিত্তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী দ্বারা ভঙ্গ করা যাইবে এই হেতুতে যে, অপর পক্ষ—

[১] [(i) বিবাহ অনুষ্ঠানের পরে, তাঁহার স্বামী বা স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত হইয়াছেন; অথবা

(iক) বিবাহ অনুষ্ঠানের পরে, দরখাস্তকারীর সহিত নিষ্ঠুরভাবে আচরণ করিয়াছেন; অথবা

(iখ) দরখাস্ত দাখিল করিবার অব্যবহিত পূর্বে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে অন্যূন দুই বৎসরকালের জন্য দরখাস্তকারীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; অথবা]

(ii) অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় আর হিন্দু নাই; অথবা

[২] [(iii) দুরারোগ্যভাবে অসুস্থমনা হইয়াছেন অথবা অবি-রামভাবে বা সবিরামভাবে এমন কোন মানসিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন যাহার প্রকার ও প্রসার এরূপ যে দরখাস্তকারীর পক্ষে প্রতিবাদীর সহিত বসবাস করা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রত্যাশা করা যায় না।

ব্যাখ্যা।—এই প্রকরণে,—

(ক) "মানসিক বৈকল্য" বলিতে মানসিক ব্যাধি, ব্যাহত বা অসম্পূর্ণ মানসিক পুষ্টি, মানসিক অস্থিরতারূপ বৈকল্য অথবা অন্য কোন মানসিক বৈকল্য বা অক্ষমতা বুঝাইবে এবং উহা চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের মধ্যে অসঙ্গতি আনয়ন করে এরূপ মানসিক ব্যাধিও অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(খ) "মানসিক অস্থিরতারূপ বৈকল্য" বলিতে বুঝাইবে অবিচ্ছিন্ন মানসিক বৈকল্য বা অক্ষমতা (স্বাভাবিক অপেক্ষা ন্যূন বুদ্ধিমত্তা উহার অন্তর্ভুক্ত হউক বা না হউক), যাহার ফলে প্রতিবাদীর মধ্যে অস্বাভাবিক-ভাবে আক্রমণাত্মক বা গুরুতরভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ৭(ক)(i) ধারা দ্বারা, (i) প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ঐ, ৭(ক) (ii) ধারা দ্বারা, (iii) প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

আচরণ উদ্ভূত হয় এবং উহার জন্য ডাক্তারী চিকিৎসার আবশ্যক হউক বা না হউক অথবা উহা ডাক্তারী চিকিৎসা গ্রহণে সমর্থ হউক বা না হউক ; অথবা]

(iv) ২*****উৎকট ও দুরারোগ্য প্রকারের কুষ্ঠরোগে ভুগিতেছেন ; অথবা

(v) ২*****কোন সংক্রামক আকারের যৌন ব্যাধিতে ভুগিতেছেন ; অথবা

(vi) কোনও ধর্মীয়তন্ত্র গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন ; অথবা

(vii) ঐ পক্ষ জীবিত থাকিলে যে ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্পর্কে স্বভাবতঃই অবহিত থাকিতেন, তাঁহারা সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব সময়সীমার মধ্যে তিনি জীবিত আছেন বলিয়া অবহিত নহেন।২*

৩[**ব্যাখ্যা**।—এই উপধারায়, "পরিত্যজন" কথাটি বলিতে, দরখাস্তকারীকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে ও তৎপক্ষের সম্মতি বিনা বা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের অপরপক্ষ কর্তৃক পরিত্যজন বুঝাইবে এবং উহা বিবাহের অপরপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর প্রতি ইচ্ছাকৃত অবহেলাও অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং উহার ব্যাকরণগত রূপান্তর ও সমোদ্ভব শব্দসমূহ তদনুসারে অর্থান্বয়িত হইবে।]

(১ক) কোন বিবাহের যেকোন পক্ষ, ঐ বিবাহ এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক, এই হেতুতেও বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী দ্বারা বিবাহ ভঙ্গের দরখাস্ত করিতে পারিবেন যে—

(i) কোন কার্যবাহে, যাহাতে তাঁহারা পক্ষ ছিলেন, বিচারিক পৃথক্করণের ডিক্রী প্রদত্ত হইবার পর

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮) ৭(ক) (iii) ধারা দ্বারা, "দরখাস্ত দাখিল করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্যূন তিন বৎসর কাল ধরিয়া"— এই শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২। হিন্দু বিবাহ (সংশোধন) আইন, ১৯৬৪ (১৯৬৪-র ৪৪), ২ ধারা দ্বারা, "অথবা," এবং (viii) ও (ix) প্রকরণ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৩। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর (৬৮), ৭ (ক) (iv) ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

বিবাহের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে [1] [এক বৎসর] বা তদূর্ধ্ব কাল সহবাস পুনরারম্ভ হয় নাই ; অথবা

(ii) কোন কার্যবাহে, যাহাতে তাঁহারা পক্ষ ছিলেন, বিবাহের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপনের ডিক্রী প্রদত্ত হইবার পর [1] [এক বৎসর] বা তদূর্ধ্বকাল দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপন হয় নাই।

(২) অধিকন্তু, কোন স্ত্রী এই হেতুতে বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী দ্বারা তাঁহার বিবাহ ভঙ্গের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন যে—

(i) এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে অনুষ্ঠিত কোন বিবাহের ক্ষেত্রে, ঐ প্রারম্ভের পূর্বে স্বামী পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন অথবা স্বামীর অন্য কোন স্ত্রী, যিনি ঐ প্রারম্ভের পূর্বে বিবাহিত হইয়াছিলেন তিনি, দরখাস্তকারীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে জীবিত ছিলেন :

তবে, উভয়তঃ যেকোন ক্ষেত্রে দরখাস্ত দাখিলের সময়ে ঐ অন্য স্ত্রী যেন জীবিত থাকেন ; অথবা

(ii) স্বামী, বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পরে, বলাৎকার, পায়ুকাম বা পশ্বাচারজনিত অপরাধে দোষী হইয়াছেন [2] [; অথবা]

[3] [iii হিন্দু দত্তকগ্রহণ ও ভরণপোষণ আইন, ১৯৫৬-র ১৮ ধারা অনুযায়ী কোন মোকদ্দমায় অথবা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর ১২৫ ধারা অনুযায়ী (বা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এর তদনুরূপ ৪৮৮ ধারা অনুযায়ী) কোন কার্যবাহে, স্ত্রী পৃথকভাবে বসবাস করা সত্ত্বেও, তাঁহাকে ভরণপোষণ প্রদানের জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী বা, স্থলবিশেষে, কোন আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং ঐরূপ ডিক্রী বা আদেশ প্রদানের সময় হইতে এক বৎসর বা তদূর্ধ্ব কাল পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সহবাস পুনরারম্ভ হয় নাই ; অথবা

১৯৫৬-র ৭৮। ১৯৭৪-এর ২। ১৮৯৮-এর ৫।

(iv) তিনি পনের বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে তাঁহার বিবাহ (সহবাস-সংসিদ্ধ হউক বা না হউক) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ বয়ঃপ্রাপ্তির পরে কিন্তু আঠার

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮) ৭ (খ) ধারা, দ্বারা "দুই বৎসর"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ঐ, ৭ (গ) (i) ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩। ঐ, ৭ (গ) (ii) ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে তিনি ঐ বিবাহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

১৯৭৬-এর ৬৮। ব্যাখ্যা।—বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬-এর প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে বিবাহ যখনই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক না কেন, এই প্রকরণ প্রযোজ্য হইবে।]

[১] [১৩ক। এই আইন অনুযায়ী কোন কার্যবাহে, বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী দ্বারা বিবাহ-ভঙ্গের জন্য কোন দরখাস্তের উপর, যতদূর পর্যন্ত দরখাস্তটি ১৩ ধারার (১) উপধারার (ii), (vi) ও (vii) প্রকরণে উল্লিখিত হেতুর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ততদূর পর্যন্ত ব্যতিরেকে, আদালত যদি মামলাটির অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঐরূপ করা সঙ্গত মনে করেন, তাহা হইলে, তৎপরিবর্তে বিচারিক পৃথক্‌করণের ডিক্রী প্রদান করিতে পারেন। বিবাহ-বিচ্ছেদের কার্যবাহে বিকল্প প্রতিকার।

১৩খ। (১) বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬-এর পূর্বে বা পরে বিবাহ যখনই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানসমূহ সাপেক্ষে, বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী দ্বারা বিবাহ-ভঙ্গের জন্য কোন দরখাস্ত ঐ বিবাহের উভয় পক্ষ দ্বারা একত্রে জিলা আদালতের নিকট এই হেতুতে দাখিল করা যাইবে যে তাঁহারা এক বৎসর বা তদূর্ধ্ব কাল পৃথকভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহারা একত্রে বাস করিতে সক্ষম হন নাই এবং ঐ বিবাহ ভঙ্গ হওয়া উচিত বলিয়া তাঁহারা পারস্পরিকভাবে সম্মত হইয়াছেন। পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা বিবাহ-বিচ্ছেদ।

(২) (১) উপধারায় উল্লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিবার তারিখের পর ছয় মাসের পূর্বে নহে এবং উক্ত তারিখের পর আঠার মাসের পরে নহে উভয় পক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবে, ইতিমধ্যে ঐ দরখাস্ত প্রত্যাহৃত না হইয়া থাকিলে, পক্ষদ্বয়কে শুনিবার পর এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ তদন্ত করিবার পর যদি আদালতের প্রতীতি হয় যে বিবাহটি অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং দরখাস্তের বিবরণসমূহ সত্য, তাহা হইলে, আদালত ডিক্রীর তারিখ হইতে কার্যকারিতা সহ বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে এরূপ ঘোষণা করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী প্রদান করিবেন।]

১৪। (১) এই আইনে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী দ্বারা কোন বিবাহ-ভঙ্গের জন্য কোন দরখাস্ত গ্রহণ করিতে কোন আদালত ক্ষমতাপন্ন হইবেন না, যদি না দরখাস্ত বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য কোন দরখাস্ত দাখিল করা যাইবে না।

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ৮ ধারা দ্বারা ১৩ক ও ১৩খ ধারা সন্নিবেশিত।

দাখিল করিবার তারিখে ঐ বিবাহের তারিখ হইতে [১][এক বৎসর] অতিবাহিত হইয়া থাকে :

তবে, ঐ আদালতের নিকট, হাইকোর্ট কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ নিয়মাবলী প্রণীত হইতে পারে তদনুসারে আবেদন করা হইলে, ঐ আদালত বিবাহের তারিখ হইতে [২][এক বৎসর] অতিবাহিত হইয়া যাইবার পূর্বে এই হেতুতে কোন দরখাস্ত দাখিল করিবার অনুমতি দিতে পারেন যে মামলাটি দরখাস্তকারীর পক্ষে অসাধারণ কষ্টের বা প্রতিবাদীর তরফে অসাধারণ দুশ্চরিত্রতার, কিন্তু দরখাস্ত শুনানির সময় আদালতের নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী কোন মিথ্যা বর্ণনার, বা মামলাটির প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন গোপনীয়তার, দ্বারা দরখাস্ত দাখিল করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে আদালত, যদি ডিক্রী প্রদান করেন, এরূপ শর্তসাপেক্ষে উহা প্রদান করিতে পারেন যে বিবাহের তারিখ হইতে [৩][এক বৎসর] অবসিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ ডিক্রীর কার্যকারিতা থাকিবে না, অথবা ঐ দরখাস্ত খারিজ করিতে পারেন, কিন্তু উহা ঐরূপে খারিজ-কৃত দরখাস্তের সমর্থনে যে তথ্যসমূহ অভিকথিত সেই একই বা মূলতঃ একই তথ্যসমূহের ভিত্তিতে উক্ত [৪][এক বৎসর] অবসানের পর কোন দরখাস্ত আনীত হইলে তাহার প্রতিকূলতা করিবে না।

(২) বিবাহের তারিখ হইতে [৫][এক বৎসর] অবসিত হইবার পূর্বে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত দাখিলের অনুমতির জন্য এই ধারা অনুযায়ী কোন আবেদনের নিষ্পত্তি করিবার সময় আদালত ঐ বিবাহের সন্তানগণের স্বার্থের প্রতি এবং উক্ত [৫][এক বৎসর] অবসিত হইবার পূর্বে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলনের যুক্তি-সঙ্গত সম্ভাব্যতা আছে কিনা সেই প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কখন পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন।

১৫। যখন বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী দ্বারা কোন বিবাহ ভঙ্গ করা হইয়াছে এবং হয়, ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে কোন আপীলের অধিকার নাই অথবা ঐরূপ আপীলের অধিকার থাকিলে, আপীল উপস্থাপিত না হইয়াই আপীল করিবার সময় অবসিত হইয়া গিয়াছে, অথবা আপীল উপস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা খারিজ হইয়া

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ৯ (i) (ক) ধারা দ্বারা, "তিন বৎসর"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।
২। ঐ, ৯(i)(খ) (১) ধারা দ্বারা, "তিন বৎসর"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।
৩। ঐ, ৯(i)(খ)(২) ধারা দ্বারা, "তিন বৎসর"-এর মধ্যে প্রতিস্থাপিত।
৪। ঐ, ৯(i) (ক) (৩) ধারা দ্বারা, "তিন বৎসর"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।
৫। ঐ, ৯(ii) ধারা দ্বারা, "তিন বৎসর"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

গিয়াছে, তখন বিবাহের যেকোন পক্ষের পুনরায় বিবাহ করা বিধিসম্মত হইবে।

১ * * * *

বাতিল ও বাতিল-যোগ্য বিবাহসমূহের সন্তানগণের বৈধতা।

২ [১৬। (১) ১১ ধারা অনুযায়ী কোন বিবাহ অকার্যকর ও বাতিল হওয়া সত্ত্বেও, এরূপ বিবাহের কোন সন্তান, বিবাহবিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬-এর প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই ঐ সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন এবং এই আইন অনুযায়ী ঐ বিবাহ সম্পর্কে কোন অকার্যকারিতার ডিক্রী মঞ্জুর করা হউক বা না হউক এবং এই আইন অনুযায়ী, কোন দরখাস্তক্রমে ভিন্ন অন্যথা, ঐ বিবাহ বাতিল বলিয়া গণ্য করা হউক বা না হউক, যিনি ঐ বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ হইলে বৈধ হইতেন, তিনি বৈধ সন্তান হইবেন।

(২) যেক্ষেত্রে ১২ ধারা অনুযায়ী কোন বাতিলযোগ্য বিবাহ সম্পর্কে অকার্যকারিতার ডিক্রী মঞ্জুর করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ডিক্রী প্রদত্ত হইবার পূর্বে জনিত বা গর্ভাহিত কোন সন্তান, যিনি, ডিক্রীর তারিখে ঐ বিবাহ রদ করিবার পরিবর্তে ভঙ্গ করা হইলে ঐ বিবাহের পক্ষদ্বয়ের বৈধ সন্তান হইতেন তিনি, অকার্যকারিতার ডিক্রী সত্ত্বেও তাঁহাদের বৈধ সন্তান বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) (১) উপধারার বা (২) উপধারার অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে তাহা অকার্যকর ও বাতিল বিবাহের বা ১২ ধারা অনুযায়ী অকার্যকারিতার ডিক্রী দ্বারা রদ করা হইয়াছে এরূপ বিবাহের কোন সন্তানকে আপন পিতামাতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তিতে বা সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও অধিকার এরূপ কোন ক্ষেত্রে অর্পণ করিবে যেক্ষেত্রে, এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে, ঐ সন্তান তাঁহার পিতামাতার বৈধ সন্তান না হওয়ার কারণে এরূপ কোনও অধিকার দখল করিতে বা অর্জন করিতে অসমর্থ হইতেন।]

দ্বিবিবাহের জন্য দণ্ড।

১৭। দুইজন হিন্দুর মধ্যে এই আইনের প্রারম্ভের পর অনুষ্ঠিত কোন বিবাহ বাতিল হইবে, যদি ঐ বিবাহের তারিখে কোন পক্ষের স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকেন, এবং ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৪ ও ৪৯৫ ধারার বিধানসমূহ তদনুসারে প্রযুক্ত হইবে। ১৮৬০-এর ৪৫।

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ১০ ধারা দ্বারা, অনুবিধি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২। ঐ, ১১ ধারা দ্বারা, ১৬ ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

হিন্দু বিবাহের অপর কোন কোন শর্তের উল্লংঘনের জন্য দণ্ড।

১৮। প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি ৫ ধারার (iii), (iv) [১][ও (v)] প্রকরণে বিনির্দিষ্ট শর্তসমূহের উল্লংঘনে তাঁহার নিজের বিবাহ এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত করাইয়া লহেন, তিনি দণ্ডনীয় হইবেন—

(ক) ৫ ধারার (iii) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট শর্তের উল্লংঘনের ক্ষেত্রে, পনের দিন পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাবাসে, অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত করা যাইতে পারে এরূপ জরিমানায়, অথবা উভয়থা ;

(খ) ৫ ধারার (iv) প্রকরণ বা (v) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট শর্তের উল্লংঘনের ক্ষেত্রে, এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাবাসে, অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত করা যাইতে পারে এরূপ জরিমানায়, অথবা উভয়থা। [২][**]

[৩]* * * * * *

ক্ষেত্রাধিকার ও প্রক্রিয়া

যে আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

[৪][১৯। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক দরখাস্ত সেই জিলা আদালতে দাখিল করিতে হইবে যাহার সাধারণ আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকারের স্থানিক সীমার মধ্যে—

(i) বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অথবা

(ii) দরখাস্ত দাখিল করিবার সময় প্রতিবাদী বসবাস করেন, অথবা

(iii) বিবাহের পক্ষদ্বয় সর্বশেষ একত্রে বসবাস করিয়াছিলেন, অথবা

(iv) দরখাস্ত দাখিলের সময়ে দরখাস্তকারী বসবাস করিতেছেন, যেক্ষেত্রে প্রতিবাদী, সেই সময়, এই আইন যে রাজ্যক্ষেত্রে প্রসারিত সেই রাজ্যক্ষেত্রের বাহিরে বসবাস করিতেছেন, অথবা তিনি জীবিত থাকিলে যে ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্পর্কে স্বভাবতঃই

১। বাল্য বিবাহ রোধ (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮ (১৯৭৮-এর ২), ৬ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "(v) ও (vi)"—এই বন্ধনী, অক্ষর ও শব্দের স্থলে (২. ১০. ১৯৭৮ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

২। ঐ, ৬ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "এবং" শব্দটি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৩। ঐ, ৬ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "(গ)" প্রকরণ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৪। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ১২ ধারা দ্বারা, ১৯ ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

অবহিত থাকিতেন তাঁহারা সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব সময়সীমার মধ্যে তিনি জীবিত আছেন বলিয়া অবহিত নহেন।]

২০। (১) এই আইন অনুযায়ী দাখিলী প্রত্যেক দরখাস্ত যে তথ্যসমূহের উপর প্রতিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত সেই তথ্য-সমূহ, মামলাটির প্রকৃতি যেরূপ অনুমত করে সেরূপ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবে, [১][এবং ঐ দরখাস্ত, ১১ ধারা অনুযায়ী কোন দরখাস্ত ব্যতীত, ইহাও ব্যক্ত করিবে] যে দরখাস্তকারী এবং বিবাহের অপর পক্ষের মধ্যে কোন যোগসাজশ নাই। দরখাস্তের অন্তর্বস্তু ও উহার সত্যাখ্যান।

(২) এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক দরখাস্তের অন্তর্ভুক্ত বিবৃতিসমূহ, আরজি সত্যাখ্যানের জন্য বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত প্রণালীতে দরখাস্তকারী বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সত্যাখ্যাত হইবে এবং শুনানীর সময়ে সাক্ষ্যরূপে ঐগুলির উল্লেখ করা যাইবে।

২১। এই আইনের অন্তর্গত অন্যান্য বিধান এবং হাইকোর্ট এতৎপক্ষে যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন সেই নিয়মাবলী সাপেক্ষে, এই আইন অনুযায়ী সকল কার্যবাহ দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ দ্বারা যতদূর সম্ভব প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে। ১৯০৮-এর ৫ আইনের প্রয়োগ।

[২][২১ক। (১) যেক্ষেত্রে— কোন কোন ক্ষেত্রে দরখাস্ত স্থানান্তর করিবার ক্ষমতা।

(ক) এই আইন অনুযায়ী কোন দরখাস্ত ক্ষেত্রাধিকার-সম্পন্ন কোন জিলা আদালতে ১০ ধারা অনুযায়ী বিচারিক পৃথক্‌করণের জন্য ডিক্রী অথবা ১৩ ধারা অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য ডিক্রী প্রার্থনা করিয়া বিবাহের কোন পক্ষ কর্তৃক দাখিল করা হইয়াছে, এবং

(খ) এই আইন অনুযায়ী আর একটি দরখাস্ত ঐ বিবাহের অপর পক্ষ কর্তৃক, যেকোন হেতুতে, ১০ ধারা অনুযায়ী বিচারিক পৃথক্‌করণের জন্য ডিক্রী অথবা ১৩ ধারা অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য ডিক্রী প্রার্থনা করিয়া একই রাজ্যে বা কোন ভিন্ন রাজ্যে

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ১৩ ধারা দ্বারা, "এবং ইহাও ব্যক্ত করিবে"—এই শব্দসমূহের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ঐ, ১৪ ধারা দ্বারা, ২১ক, ২১খ ও ২১গ ধারা সন্নিবেশিত।

একই জিলা আদালতে বা কোন ভিন্ন জিলা আদালতে অতঃপর দাখিল করা হইয়াছে,

সেক্ষেত্রে ঐ দরখাস্ত (২) উপধারায় যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপে ব্যবস্থিত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে (১) উপধারা প্রযোজ্য হয় সেক্ষেত্রে,—

(ক) যদি দরখাস্তদ্বয় একই জিলা আদালতে দাখিল করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ জিলা আদালতে উভয় দরখাস্তের একত্রে বিচার ও শুনানী হইবে ;

(খ) যদি দরখাস্তদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন জিলা আদালতে দাখিল করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, পরবর্তীকালে দাখিলীকৃত দরখাস্তটি যে জিলা আদালতে পূর্ববর্তী দরখাস্তটি দাখিল করা হইয়াছিল সেই আদালতে স্থানান্তরিত হইবে এবং পূর্ববর্তী দরখাস্তটি যে জিলা আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল সেই আদালতে উভয় দরখাস্তের একত্রে শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে (২) উপধারার (খ) প্রকরণ প্রযোজ্য হয় সেক্ষেত্রে, যে জিলা আদালতে পরবর্তী দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে সেই আদালত হইতে যে জিলা আদালতে পূর্ববর্তী দরখাস্ত বিচারাধীন রহিয়াছে সেই আদালতে কোন মোকদ্দমা বা কার্যবাহ স্থানান্তর করিতে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ অনুযায়ী ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত বা, স্থলবিশেষে, সরকার ঐরূপ পরবর্তী দরখাস্ত স্থানান্তর করিতে তদীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন যেন উক্ত সংহিতা অনুযায়ী ঐরূপ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৯০৮-এর ৫।

এই আইন অনুযায়ী দরখাস্তের বিচার ও নিষ্পত্তি সম্পর্কে বিশেষ বিধান

২১খ। (১) এই আইন অনুযায়ী কোন দরখাস্তের বিচার, বিচার সম্পর্কে ন্যায়ের স্বার্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যতদূর সম্ভব ততদূর, উহা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দিনের পর দিন চলিতে থাকিবে, যদিনা আদালত কোন কারণবশতঃ, যাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, ঐ বিচার পরবর্তী দিনের পর মুলতুবী রাখা আবশ্যক বিবেচনা করেন।

(২) এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক দরখাস্ত যতদূর সম্ভব তৎপরতার সহিত বিচার করিতে হইবে এবং প্রতিবাদীর উপর দরখাস্তের নোটিস জারির তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে বিচার সমাপ্ত করিবার প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

(৩) এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক আপীলের শুনানী যতদূর সম্ভব তৎপরতার সহিত করিতে হইবে এবং প্রতিবাদীর উপর

আপীলের নোটিস জারির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে শুনানী সমাপ্ত করিবার প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

২১গ। কোন আইনে এতদ্‌বিপরীত কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও, এই আইন অনুযায়ী কোন দরখাস্তের বিচারকালে কোন কার্যবাহে কোন লেখ্য এই হেতুতে সাক্ষ্যে অগ্রাহ্য হইবে না যে, উহা যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত বা রেজিস্ট্রীকৃত নহে।] লেখ্যমূলক সাক্ষ্য।

[1][২২। (১) এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কার্যবাহ রুদ্ধকক্ষে পরিচালিত হইবে এবং আদালতের পূর্ব-অনুমতি সহকারে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হাইকোর্টের বা সুপ্রীম কোর্টের রায় ব্যতীত, ঐরূপ কোন কার্যবাহ সম্পর্কিত কোন বিষয় মুদ্রণ বা প্রকাশ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে বিধিসম্মত হইবে না। কার্যবাহসমূহ রুদ্ধকক্ষে হইবে এবং তাহা মুদ্রিত বা প্রকাশিত নাও হইতে পারে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি (১) উপধারার অন্তর্ভুক্ত বিধান-সমূহের উল্লংঘনে কোন বিষয় মুদ্রণ বা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, তিনি এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত করা যাইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন।]

২৩। (১) এই আইন অনুযায়ী কোনও কার্যবাহে, তাহা প্রতিরক্ষিত হউক বা না হউক, আদালতের যদি প্রতীতি হয় যে— কার্যবাহে ডিক্রী।

(ক) প্রতিকার মঞ্জুর করিবার হেতুসমূহের কোনটি বিদ্যমান আছে এবং দরখাস্তকারী [2][যেক্ষেত্রে ৫ ধারার (ii) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণে, (খ) উপ-প্রকরণে বা (গ) উপ-প্রকরণে বিনির্দিষ্ট হেতুতে তিনি প্রতিকার প্রার্থনা করেন সেক্ষেত্রে ব্যতীত] ঐরূপ প্রতিকারের উদ্দেশ্যে কোনও প্রকারে তাঁহার নিজের অন্যায় বা নির্যোগ্যতার সুযোগ লইতেছেন না, এবং

(খ) যেক্ষেত্রে দরখাস্তের হেতু [3][****] ১৩ ধারার (১) উপধারার (i) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট হেতু, সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারী নালিশী কার্য বা কার্যসমূহে কোনও প্রকারে সহযোগী হন নাই বা পরোক্ষ সম্মতি দেন নাই বা উহা মার্জনা করেন নাই অথবা যেক্ষেত্রে

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ১৫ ধারা দ্বারা, ২২ ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ঐ, ১৬ (ক) (i) ধারা দ্বারা, "দরখাস্তকারী"—এই শব্দটির পর সন্নিবেশিত।

৩। ঐ, ১৬ (ক) (ii) ধারা দ্বারা, "১০ ধারার (১) উপধারার (চ) প্রকরণে অথবা"—এই শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

দরখাস্তের হেতু নিষ্ঠুরতা, সেক্ষেত্রে দরখাস্ত বলপূর্বক অথবা প্রতারণার দ্বারা বা অন্যায় প্রভাব দ্বারা লব্ধ হয় নাই, এবং

[১][(খখ) যেক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রার্থনা করা হয়, সেক্ষেত্রে ঐরূপ সম্মতি বলপূর্বক অথবা প্রতারণার দ্বারা বা অন্যায় প্রভাব দ্বারা লব্ধ হয় নাই, এবং]

(গ) [২][দরখাস্তটি (১১ ধারা অনুযায়ী দাখিলীকৃত কোন দরখাস্ত না হইলে)] প্রতিবাদীর সহিত যোগসাজশে দাখিলীকৃত বা অভিশংসিত হয় নাই, এবং

(ঘ) কার্যবাহটি রুজু করিতে কোনও অনাবশ্যক বা অনুচিত বিলম্ব হয় নাই, এবং

(ঙ) প্রতিকার কেন মঞ্জুর করা হইবে না তাহার অন্য কোন বৈধ হেতু নাই,

তাহা হইলে, সেরূপ ক্ষেত্রে, কিন্তু অন্যথায় নহে, আদালত তদনুসারে ঐরূপ প্রতিকারের ডিক্রী দিবেন।

(২) এই আইন অনুযায়ী কোন প্রতিকার মঞ্জুর করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, যেখানে মামলাটির প্রকৃতি ও অবস্থাসমূহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এরূপ করা সম্ভব, সেখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে, সর্বাগ্রে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাইবার সর্বপ্রকার প্রয়াস করা আদালতের কর্তব্য হইবে :

[৩][তবে, এই উপধারার অন্তর্গত কোন কিছুই, যে কার্যবাহে ১৩ ধারার (১) উপধারার (ii) প্রকরণ, (iii) প্রকরণ, (iv) প্রকরণ, (v) প্রকরণ, (vi) প্রকরণ, বা (vii) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট হেতুসমূহের যেকোন হেতুতে প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়, সেরূপ কোন কার্যবাহে প্রযুক্ত হইবে না।]

[৪][(৩) ঐরূপ পুনর্মিলন ঘটাইতে আদালতকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে, যদি পক্ষদ্বয় ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন অথবা যদি আদালত তদ্রূপ করা ন্যায্য ও সঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, আদালত পনের দিনের অনূর্ধ্ব কোন যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার জন্য

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ১৬ (ক) (iii) ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

২। ঐ, ১৬ (ক) (iv) ধারা দ্বারা, "দরখাস্তটির"—এই শব্দের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। ঐ, ১৬ (খ) ধারা দ্বারা, অনুবিধিটি সংযোজিত।

৪। ঐ, ১৬ (গ) ধারা দ্বারা, (৩) ও (৪) প্রকরণ সন্নিবেশিত।

কার্যবাহটি মুলতুবী রাখিতে পারিবেন এবং পক্ষদ্বয়ের দ্বারা এতৎপক্ষে নামোল্লেখিত কোন ব্যক্তির নিকট অথবা, পক্ষদ্বয় কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতে ব্যর্থ হইলে, আদালত কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তির নিকট, পুনর্মিলন ঘটাইতে পারা যাইবে কিনা অথবা পুনর্মিলন ঘটিয়াছে কিনা তাহা আদালতের নিকট প্রতিবেদন করিবার নির্দেশসহ, বিষয়টি প্রেষণ করিতে পারিবেন এবং আদালত ঐ কার্যবাহ নিষ্পত্তি করিবার কালে প্রতিবেদনটি যথোচিত বিবেচনা করিবেন।

(৪) প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যেস্থলে কোন বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী দ্বারা ভঙ্গ হয়, সেস্থলে, যে আদালত ঐ ডিক্রী প্রদান করিবেন সেই আদালত উহার একটি প্রতিলিপি পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেককে বিনা খরচায় প্রদান করিবেন।]

বিবাহ-বিচ্ছেদের ও অন্যান্য কার্যবাহে প্রতিবাদীর অনুকূলে প্রতিকার।

[১][২৩ক। বিবাহ-বিচ্ছেদ বা বিচারিক পৃথক্করণ অথবা দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপনের কোনও কার্যবাহে, প্রতিবাদী কেবল যে দরখাস্তকারীর ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যজনের হেতুতে প্রার্থিত প্রতিকারের বিরোধিতা করিতে পারিবেন তাহা নহে, পক্ষান্তরে তিনি ঐ হেতুতে এই আইন অনুযায়ী কোন প্রতিকারের জন্য পাল্টা দাবি করিতে পারিবেন; এবং যদি দরখাস্তকারীর ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যজন প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে, প্রতিবাদী ঐ হেতুতে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া কোন দরখাস্ত উপস্থাপিত করিলে যেরূপ প্রতিকারের অধিকারী হইতেন, আদালত তাঁহাকে এই আইন অনুযায়ী সেরূপ কোন প্রতিকার দিতে পারিবেন।]

মামলা চলাকালে ভরণপোষণ এবং কার্যবাহের ব্যয়সমূহ।

২৪। যেক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী কোন কার্যবাহে আদালতের নিকট এরূপ প্রতীয়মান হয় যে স্ত্রীর বা, স্থলবিশেষে, স্বামীর নিজের অবলম্বনের ও কার্যবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়সমূহের জন্য পর্যাপ্ত কোন স্বতন্ত্র আয় নাই, সেক্ষেত্রে আদালত স্ত্রী বা স্বামীর আবেদনক্রমে দরখাস্তকারীকে কার্যবাহের ব্যয়সমূহ এবং, দরখাস্তকারীর নিজস্ব আয়ের ও প্রতিবাদীর আয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে পরিমাণ অর্থ আদালতের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কার্যবাহ চলিতে থাকাকালে মাসে মাসে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার জন্য প্রতিবাদীকে আদেশ দিতে পারেন।

স্থায়ী খোরপোষ ও ভরণপোষণ।

২৫। (১) এই আইন অনুযায়ী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী কোন আদালত কোন ডিক্রী প্রদান করিবার সময়ে বা তৎপরবর্তী

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ১৭ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

যেকোন সময়ে, তৎসমক্ষে এতদুদ্দেশ্যে স্ত্রী বা, স্থলবিশেষে, স্বামী কর্তৃক কৃত আবেদনক্রমে, আদেশ দিতে পারেন যে [1][******] প্রতিবাদী আবেদনকারীকে তাঁহার ভরণপোষণ ও অবলম্বনের জন্য এরূপ থোক অর্থ-পরিমাণ অথবা আবেদনকারীর আয়ুষ্কালের অনূর্ধ্ব কালের জন্য এরূপ মাসিক বা পর্যাবৃত্ত অর্থ-পরিমাণ প্রদান করিবেন, যাহা আদালত প্রতিবাদীর নিজস্ব আয় ও অন্য সম্পত্তি থাকিলে তাহা, আবেদনকারীর নিজস্ব আয় ও অন্য সম্পত্তি এবং [2][পক্ষগণের আচরণ ও মামলাটির অন্যান্য বিষয়ের] প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ন্যায্য মনে করেন ; এবং এরূপ অর্থ প্রদান, প্রয়োজন হইলে, প্রতিবাদীর স্থাবর সম্পত্তির উপর প্রভার দ্বারা সুনিশ্চিত করা যাইতে পারিবে।

(২ যদি আদালতের প্রতীতি হয় যে (১) উপধারা অনুযায়ী তৎকর্তৃক কোন আদেশ প্রদত্ত হইবার পর কোন সময়ে পক্ষদ্বয়ের কাহারও অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা হইলে, আদালত যেকোন পক্ষের অনুরোধে, আদালত যেরূপ ন্যায্য বলিয়া গণ্য করেন সেরূপভাবে, ঐরূপ যেকোন আদেশ পরিবর্তিত, সংপরিবর্তিত বা নাকচ করিতে পারেন।

(৩) যদি আদালতের প্রতীতি হয় যে, যে পক্ষের অনুকূলে এই ধারা অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সেই পক্ষ পুনর্বিবাহ করিয়াছেন অথবা সেই পক্ষ, স্ত্রী হইলে, চরিত্রবতী থাকেন নাই অথবা সেই পক্ষ, স্বামী হইলে, দাম্পত্যসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন স্ত্রীলোকের সহিত যৌনসঙ্গম করিয়াছেন, তাহা হইলে [3][আদালত, অপর পক্ষের অনুরোধে, যেরূপ ন্যায্য বলিয়া গণ্য করেন সেইভাবে এরূপ যেকোন আদেশ পরিবর্তিত, সংপরিবর্তিত বা নাকচ করিতে পারেন।]

সন্তানগণের অভিরক্ষা।

২৬। এই আইন অনুযায়ী কোন কার্যবাহে আদালত নাবালক সন্তানগণের অভিরক্ষা, ভরণপোষণ ও শিক্ষা সম্পর্কে, যেখানেই সম্ভব সেখানেই তাহাদের ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সময় সময় এরূপ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ করিতে এবং

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ৬৮), ১৮ (ক) (i) ধারা দ্বারা, "আবেদনকারী অবিবাহিত থাকিবার কালে"—এই অংশটি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২। ঐ, ১৮ (ক) (ii) ধারা দ্বারা, "পক্ষগণের আচরণ"—এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। ঐ, ১৮ (খ) ধারা দ্বারা, "আদালত সেই আদেশ নাকচ করিবেন"—এই শব্দসমূহের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

ডিক্রীতে এরূপ বিধান করিতে পারেন যাহা আদালত ন্যায্য ও সঙ্গত বলিয়া গণ্য করেন, এবং ডিক্রীর পরে, এতদুদ্দেশ্যে দরখাস্ত দ্বারা আবেদন করা হইলে, ঐরূপ সন্তানগণের অভিরক্ষা, ভরণপোষণ ও শিক্ষার সম্পর্কে সময় সময় এরূপ সকল আদেশ ও বিধান করিতে পারেন, যাহা ঐ ডিক্রী পাইবার জন্য কার্যবাহ তখনও বিচারাধীন থাকিলে ঐ ডিক্রী বা অন্তর্বর্তী-কালীন আদেশ দ্বারা করা যাইতে পারিত, এবং আদালত, সময় সময়, পূর্বে কৃত ঐরূপ কোন আদেশ ও বিধান প্রতিসংহৃত, নিলম্বিত বা পরিবর্তিত করিতেও পারেন।

সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা।

২৭। এই আইন অনুযায়ী কোনও কার্যবাহে আদালত, বিবাহের সময়ে বা সমসাময়িক কালে উপহৃত কোন সম্পত্তি যাহা যৌথভাবে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারভুক্ত হইতে পারে তৎসম্পর্কে যেরূপ ন্যায্য ও সঙ্গত বলিয়া গণ্য করেন সেরূপ বিধান ডিক্রীতে করিতে পারেন।

ডিক্রী ও আদেশ হইতে আপীল।

[১][২৮। (১) এই আইন অনুযায়ী কোন কার্যবাহে আদালত কর্তৃক কৃত সকল ডিক্রী, (৩) উপধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, তদীয় আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগে কৃত আদালতের ডিক্রীরূপে আপীলযোগ্য হইবে, এবং আদালতের আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগে প্রদত্ত উহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে আদালতে সাধারণতঃ আপীল করা যায়, ঐরূপ প্রত্যেক আপীল সেই আদালতে করা যাইবে।

(২) এই আইন অনুযায়ী কোন কার্যবাহে আদালত কর্তৃক ২৫ ধারার বা ২৬ ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশসমূহ (৩) উপধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে আপীলযোগ্য হইবে, যদিনা ঐ আদেশসমূহ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ হয়, এবং আদালতের আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগে প্রদত্ত উহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে আদালতে সাধারণতঃ আপীল করা যায়, ঐরূপ প্রত্যেক আপীল সেই আদালতে করা যাইবে।

(৩) কেবলমাত্র খরচের ব্যাপারে এই ধারা অনুযায়ী কোন আপীল করা চলিবে না।

(৪) এই ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক আপীল ডিক্রী বা আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন সময়সীমার মধ্যে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

ডিগ্রী ও আদেশ বলবৎকরণ।

২৮ক। এই আইন অনুযায়ী কোন কার্যবাহে আদালত কর্তৃক

১। বিবাহ বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬ এর ৬৮), ১৯ ধারা দ্বারা, ২৮ ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

কৃত সকল ডিক্রী ও আদেশ, যে প্রণালীতে আদালতের আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগে কৃত উহার ডিক্রী ও আদেশ তৎকালে বলবৎ করা হয় তদনুরূপ প্রণালীতে বলবৎ করা যাইবে।]

ব্যাবৃত্তি ও নিরসন

ব্যাবৃত্তি। ২৯। (১) এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে হিন্দুদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোন বিবাহ, যাহা অন্যথা সিদ্ধ, তাহা কেবল এই কারণে অসিদ্ধ বলিয়া বা কোন কালে অসিদ্ধ ছিল বলিয়া গণ্য হইবে না, যে ঐ বিবাহের পক্ষগণ একই গোত্রের বা প্রবরের অন্তর্গত ছিলেন অথবা বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন জাতির বা একই জাতির বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্গত ছিলেন।

(২) এই আইনের অন্তর্গত কোন কিছুই, কোন হিন্দু বিবাহ ভঙ্গ করিয়া লইবার পক্ষে রীতি দ্বারা স্বীকৃত বা কোন বিশেষ আইন দ্বারা অর্পিত কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না, ঐ বিবাহ এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক।

(৩) এই আইনের অন্তর্গত কোন কিছুই, কোন বিবাহ অকার্যকর ও বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য অথবা কোন বিবাহ রদ বা ভঙ্গ করিবার জন্য অথবা কোন বিচারিক পৃথক্-করণের জন্য তৎকালে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী কোন কার্যবাহ, যাহা এই আইনের প্রারম্ভে বিচারাধীন ছিল তাহা ক্ষুণ্ণ করিবে না, এবং এরূপ যেকোন কার্যবাহ, যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই এরূপভাবে, চালাইয়া যাওয়া ও নিষ্পত্তি করা যাইবে।

(৪) আইনের অন্তর্গত কোন কিছুই, বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হিন্দুদের মধ্যে বিবাহসমূহ সম্পর্কে, ঐ আইনের অন্তর্গত বিধানসমূহ ক্ষুণ্ণ করে বলিয়া গণ্য হইবে না, ঐ বিবাহসমূহ এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক। (১৯৫৪-র ৪৩।)

৩০। [নিরসনসমূহ] নিরসন ও সংশোধন আইন, ১৯৬০ (১৯৬০-এর ৫৮), ২ ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা নিরসিত।

———